দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 DEC 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

# প্রশ্নপত্রে ভুল

গত ২০শে ডিসেম্বর ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৩ সনের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার অংক প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্নে ভুল ছিল বলিয়া একটি সংবাদ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লেখিত প্রশ্নটির কোন বিকল্প ছিল না এবং কোন কেন্দ্রেই প্রশ্নটির ভুল সংশোধন করিয়া দেওয়া হয় নাই। ফলে কোমলমতি পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়ে। বাধ্যতামূলক এই অংকটি তাহারা করিতে পারে নাই বা পারিলেও সঠিক উত্তর বাহির করিতে পারে নাই। সংবাদটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কলেবরে ছাপা হইলেও গুরুত্বের দিক দিয়া উহা মোটেও ক্ষুদ্র নহে। কেননা, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সহিত কিছুসংখ্যক বৃত্তি পরীক্ষার্থীর নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক সংশ্লিষ্টতা কেবল থাকে ইহা ভাবিলে ভুল হইবে। এই পরীক্ষার সহিত পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, শ্রম যেমন যুক্ত থাকে, তেমনি জড়িত থাকে অভিভাবকদের আশা, শ্রম, অর্থ ব্যয় এবং অনেক নিবেদিতপ্রাণ নিষ্ঠাবান শিক্ষকের স্বপ্ন ও প্রয়াস। কাজেই পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরীক্ষার্থীদের যদি কর্তৃপক্ষীয় গাফিলতিজনিত বিভ্রাটের সম্মুখীন হইতে হয় তাহা হইলে পরীক্ষাদানের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলি যে মানসিক অস্থিরতা ও বিপর্যয়ের শিকার হন তাহা তুচ্ছ করার মত নয়। অথচ প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার ঘটনা এদেশে ঘটিয়াই চলিয়াছে।

দুঃখজনক হইলেও সত্য, প্রশ্নপত্রে ভুলের ঘটনা শুধু বোর্ডের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রশ্নপত্রেও ভুল থাকার কথা শোনা যায়। এ বৎসর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও ভুল থাকার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। পত্রপত্রিকায় এ বিষয়ে অনেক চিঠি ছাপা হইয়াছে, কিন্তু কমিশনের পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ আসে নাই। ইহাতে মনে হয় অভিযোগ সত্য। প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার এইরূপ ঘটনা বার বার ঘটিতে থাকিলে পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শুধু যে ক্ষোভ জাগ্রত হয় তাহা নহে, তাঁহাদের যোগ্যতা, সতর্কতা ও আন্তরিকতাও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সত্য বটে, যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও ভুল হইতে পারে। কিন্তু সেই ভুল ধরা পড়ার পর পরীক্ষা কেন্দ্রে সময়মত যথাযথ সংশোধনী দেওয়া অবশ্য বর্তব্য। এবারের বৃত্তি পরীক্ষার অংকের দিনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাহাও করেন নাই। অবশ্য কর্তৃপক্ষ যদি পরীক্ষার্থীদের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা 'যথার্থরূপে' পরিমাপ করার জন্য ইচ্ছা করিয়াই প্রশ্নে ভুল রাখিয়া থাকেন বা ভুল ধরা পড়ার পরও সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়া থাকেন তাহা হইলে ভিন্ন কথা।

বস্তুতঃ প্রশ্নপত্রে ভুল থাকা প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মতই বোর্ডের অযোগ্যতার নিদর্শন। কেননা, ক্ষেত্রবিশেষে অসতর্কতা এবং অযোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্য। পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য মেধা যাচাই। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন হইতে শুরু করিয়া পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ পর্যন্ত প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে কোন ভুল বা অনিয়ম হইলে এই উদ্দেশ্যটিই যে ব্যর্থ হইয়া যায় তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও ইহা জানেন বলিয়াই মনে হয়। তথাপি শিক্ষা বোর্ডের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন রন্ধ্রে বিরাজমান অনিয়ম, অবহেলা, নিলিপ্ততা এবং ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতির কারণে ইহা ঘটিয়া চলিয়াছে। এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন। পরীক্ষা গ্রহণের সকল পর্যায়ের সকল সমস্যা ও অনিয়ম দূর করা সময় সাপেক্ষ হইলেও প্রশ্নপত্রে ভুল এড়ানোর জন্য মনোযোগ ও আন্তরিকতাই যথেষ্ট। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং পরীক্ষা গ্রহণকারী অন্যান্য কর্তৃপক্ষও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া প্রশ্নপত্র প্রণয়নে এই আন্তরিকতাটুকু প্রদর্শন করিবেন ইহাই প্রত্যাশিত। আর এবারের বৃত্তি পরীক্ষার অংক প্রশ্নপত্রে ভুলের দরুন যে বিভ্রাট ঘটিয়াছে উহার প্রতিকারে উক্ত ভুল প্রশ্নের জন্য সকল পরীক্ষার্থীকে পূর্ণমান দেওয়া অথবা বাকি প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে মান নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া আশা করি। এ বিষয়ে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগমুক্ত করার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বক্তব্য আসা উচিত।